তারিখ ... 24 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীদের অভিভাবকদের প্রতি : সূর্যাস্ত আইন ও মতামত প্রশ্নমালা

কামরুন নাহার

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯২২ সাল থেকে প্রচলিত হয় প্রষ্টরিয়াল রুলস্। যা নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা এবং নিয়ম-কানুন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর Dhaka University Order 1973 (Presidential Order No. II of 1973) প্রণীত আইন দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। D. U. Order, 1973 -এর ধারা ৩৮ ও ৩৯ অনুযায়ী সিন্ডিকেট ও সিনেট কর্তৃক প্রণীত Dhaka University Ordinance and Regulation দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নিয়ম কানুন। উল্লেখ্য, ১৯৭৩-এর আদেশ অনুযায়ী ordinance and regulation প্রণীত হলেও ১৯২২-এর প্রণীত প্রষ্টরিয়াল রুলস্ ধারা ৫৯ অনুযায়ী এখনও প্রযোজ্য।

১৯২২ সালের প্রষ্টরিয়াল রুলস্ এবং ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ও রেগুলেশনস্-এ এমন কিছু হাস্যকর বিধি-বিধান রয়েছে যা আজ ১৯৯৫তে আবাসিক ছাত্রীদের প্রতিনিয়ত হয়রানি করছে। এবং উল্লেখিত প্রষ্টরিয়াল রুলস্-এ অনেক বৈষম্যমূলক বিধানও রয়েছে যা স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রীদের অধিকার সংরক্ষণে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। উক্ত আইন অনুযায়ী আবাসিক ছাত্রদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন অবদমনমূলক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। আলোচনায়, সেমিনারে, পাঠকক্ষে, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে একজন আবাসিক ছাত্র যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে সেখানে একজন ছাত্রীকে অনেক বেশি বাধা অতিক্রম করতে হয় নিজেকে প্রস্তুত করতে।

সময় প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। তাই সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় সমাজ আর সেই সাথে বদলে যায় পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও নিয়ম-কানুন। সৃষ্টি হয় নতুন সামাজিক মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার জন্যই ঢাঃ বিঃ'র আবাসিক ছাত্রীরা তাদের কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারি '৯৫ থেকে ঢাঃ বিঃ আবাসিক ছাত্রীরা যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করছে তা কোন বিশৃঙ্খল-নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন নয়। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তারা আন্দোলন করছে। শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় ১৯২২ ও ১৯৭৩-এর পচাৎপদ ও হাস্যকর বিধি-বিধানগুলো পরিবর্তন করে যুগোপযোগী আইন প্রণয়নই তাদের বর্তমান আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে পুরানো আইন পরিবর্তন ও নতুন আইন প্রণয়নের জন্য সিন্ডিকেটের মাধ্যমে আইনগত প্রক্রিয়া শুরু করা হোক- মুখ্য দাবিগুলোসহ স্মারকলিপিতে পেশকৃত এই ছিল তাদের মূল বক্তব্য। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন সম্পর্কে নয়, বরং দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সামাজিক মত যাচাই করার জন্য গঠন করেছেন পর্যালোচনা কমিটি।

আবাসিক ছাত্রীরা তাদের আইনগত অবস্থানের, সম্ভাব্য আইনগত প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ এবং মুখ্য দাবি-দাওয়াসমূহের প্রায়োগিক ব্যাখ্যাপত্রসহ সংশ্লিষ্ট সংযোজনী যেমন স্মারকলিপি, প্রেস ব্রিফিং অনুলিপি এবং হল রুলস্ পর্যালোচনা কমিটি এবং তিনটি ছাত্রী হলের প্রশাসনের কাছে পাঠিয়েছে; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, ভুক্তভোগী আবাসিক ছাত্রীদের সাথে মত বিনিময়ের কোন প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা কমিটি বোধ করেননি।

সম্প্রতি এই কমিটির পক্ষ থেকে আবাসিক সকল ছাত্রীর অভিভাবকদের কাছে চিঠি ও মতামত প্রশ্নমালা পাঠানো হয়েছে।

নিচে পর্যালোচনা কমিটির উক্ত চিঠি ও মতামত প্রশ্নমালাটি তুলে ধরা হল। একটু সূক্ষ্মভাবে প্রশ্নমালাটি পড়লে এর বেশ কিছু অসংগতি ধরা পড়বে।

মেমোঃ উঃঅঃ ২৪৯৩-সি, তারিখঃ ২৫-২-১৯৯৫

প্রিয় অভিভাবক,

আপনি হয়তো অবগত আছেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্রীহলে প্রচলিত নিয়ম-কানুন পরিবর্তনের জন্য সম্প্রতি ছাত্রীরা কিছু দাবি উথাপন করেছে। দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে লেখালেখি চলছে। এসব দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন করেছেন। এ বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে কমিটি মনে করছে যে, উথাপিত দাবি সম্পর্কে ছাত্রীদের অভিভাবকদের সুচিন্তিত মতামত জানা প্রয়োজন। তাছাড়া হলের বর্তমানে প্রচলিত বিধি-বিধান নিয়ম-কানুন সম্পর্কেও অভিভাবকদের জানানো প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষিতে এই পত্রের সাথে প্রচলিত নিয়ম-কানুন উল্লেখসহ একটি প্রশ্নমালা আপনার কাছে পাঠানো হলো। অনুগ্রহপূর্বক এগুলো মনোযোগসহকারে পড়ে প্রশ্নমালাটি যথাযথভাবে পূরণ করে এতদসঙ্গে প্রেরিত খামে এনভেলপে পুরে অবিলম্বে ডাকযোগে নিম্নঠিকানায় প্রেরণ করবেন।

আপনারসহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

বিনীত

ডঃ সুফিয়া আহমেদ

জাতীয় অধ্যাপক ও চেয়ারপারসন

ঢাঃ বিঃ আবাসিক ছাত্রীদের দাবি-দাওয়া পর্যালোচনা কমিটি

প্রযত্নেঃ প্রাধ্যক্ষা, রোকেয়া হল

প্রাধ্যক্ষা, শামসুন্নাহার হল

প্রাধ্যক্ষা, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়

নীলক্ষেত, ঢাকা-১০০০

সংযোজিত ঃ মতামত যাচাই প্রশ্নমালা।

মতামত প্রশ্নমালা

(অনুগ্রহ করে এই প্রশ্নমালাটি পূরণ করে প্রেরণ করুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল প্রশাসন বিধি ও ছাত্রীদের দাবি

নির্দিষ্ট বাক্সে √ চিহ্ন দিন

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল গেট গ্রীষ্মকালে রাত ৭-৩০ মিঃ এবং শীতকালে ৬-৩০ মিঃ বন্ধ করা হয়। ছাত্রীদের দাবি হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী খোলা রাখা পর্যন্ত (রাত ৯টা) গেট খোলা রাখতে হবে।

সমর্থন করি | সমর্থন করি না

২। হল গেট বন্ধ করার পর রাতে প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য বাইরে থাকতে হলে ছাত্রীদের প্রাধ্যক্ষার কাছ থেকে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। ছাত্রীদের দাবি হচ্ছে এ ধরনের অনুমতি থাকবে না, তারা গেটবুকে সংরক্ষিত খাতায় বাইরে যাওয়ার তথ্য লিপিবদ্ধ করবে। সমর্থন করি | সমর্থন করি না

৩। গেট বন্ধের পর দেরিতে হলে ফেরা অথবা একাধিক রাত্রির জন্য বাইরে থাকার ক্ষেত্রে স্থানীয় অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ আবেদন জানাতে হয়। ছাত্রীদের দাবি হচ্ছে এ ধরনের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সমর্থন করি | সমর্থন করি না

৪। হলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় হাজিরা দেবার নিয়ম রয়েছে। ছাত্রীরা দাবি করছে প্রতিদিন হাজিরা প্রথা তুলে দিতে হবে।

সমর্থন করি | সমর্থন করি না

উপরের যেসব দাবি আপনি সমর্থন করেননি বলে উল্লেখ করেছেন (যদি থাকে) সেক্ষেত্রে আপনার সুপারিশ নিচে উল্লেখ করুন।

১।

২।

৩।

অভিভাবক এবং পাঠকগণ লক্ষ্য করুন— মতামত প্রশ্নমালাটিতে

১। যে অভিভাবক মত পাঠাবেন তাঁর স্বাক্ষরের কোন ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে মতামতটি প্রকৃত অভিভাবকের কিনা তার কোন প্রমাণ থাকছে না।

২। ছাত্রীদের দাবি হল গেট প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি খোলা থাকা পর্যন্ত লেখাপড়া এবং প্রয়োজনীয় কাজ শেষ হলে প্রবেশের অধিকার তাদের থাকা উচিত। এখানে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ বক্তব্য না দিয়ে "গেট খোলা রাখতে হবে"- কথাটা বলে দূরে বাড়ির অভিভাবকদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন আন্দোলনরত আবাসিক ছাত্রীদের আন্দোলন কিন্তু হল গেট অবাধ ও উন্মুক্ত করার জন্য নয়।

৩। ছাত্রীদের বক্তব্য ছিল পচাৎপদ আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে মুখ্য দাবিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত হোক বাস্তবোপযোগী নতুন আইন। কিন্তু ছাত্রীদের প্রায়োগিক প্রস্তাবগুলোকে অনুল্লেখিত রেখে কেবল দাবিগুলো লিখে টিক (√) চিহ্ন দেয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে যেন এটাই প্রমাণিত হয়- 'ছাত্রীরা উচ্ছৃঙ্খল থাকার আন্দোলন করছে'। যেমন, প্রশ্নমালা চার নম্বরে বলা হয়েছে, "হলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় হাজিরা দেবার নিয়ম রয়েছে। ছাত্রীরা দাবি করছে প্রতিদিন হাজিরা প্রথা তুলে দিতে হবে।"

অথচ ছাত্রীদের বক্তব্য ছিল- প্রতিদিনের হাজিরা প্রথা থাকবে না; কিন্তু আবাসিকতার তথ্য সংরক্ষণের জন্য সপ্তাহের যেকোন দুই দিন ছাত্রীরা স্ব স্ব সুবিধানুযায়ী হল অফিসে উপস্থিতি জানিয়ে যাবে, হল ভেদে এ নিয়ম ভিন্নতর হতে পারে। ছাত্রীদের এ বিকল্প প্রস্তাব উল্লেখ না করার অর্থ ছাত্রীদেরকে উচ্ছৃঙ্খল প্রমাণ করা।

৪। প্রশ্নমালা ২ ও ৩ নম্বরে প্রচলিত নিয়মের আংশিক (অর্থাৎ তিন দফায় স্থানীয় অভিভাবক, প্রভোস্ট ও হাউসটিউটর-এর স্বাক্ষরের প্রসংগ না লিখে) উল্লেখ করে ও একই সাথে তাদের দাবি সম্পর্কে বিকল্প প্রস্তাব না বলার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তারা যেন নিয়ম-কানুনবিহীন কোন অরাজক হল জীবন দাবি করছে। এ ধরনের উপস্থাপনায় ছাত্রীদের অভিভাবকরা উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন। আরো লক্ষণীয়, তিন নম্বর প্রশ্নমালায় "একাধিক রাত্রিতে বাইরে থাকার ক্ষেত্রে" শব্দগুলো ব্যবহার করে এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, তারা রাতে বাইরে থাকার আন্দোলন করছে।

প্রশ্নমালায় তথ্য ভ্রান্তিও রয়েছে। যেমন, ১ নম্বরে বলা হয়েছে শীতে হল গেট বন্ধ হয় ৬-৩০ মিঃ; অথচ এ বছরেও রোকেয়া হলের গেট শীতে বন্ধ হয়েছে সন্ধ্যা ৬টায়।

শব্দ প্রয়োগে কিছুটা কৌশলও অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন, 'সন্ধ্যা ৭-৩০' না বলে 'রাত ৭-৩০' বলা হয়েছে। অথচ '৬ -৩০'-এর স্থানে 'সন্ধ্যা ৬-৩০' বলা হয়নি।

ছাত্রীদের দাবি-দাওয়াগুলোর ক্রমানুসারে যেটি ছিল শেষে অর্থাৎ ৪ নম্বরে এবং যেটি ছিল আনুষঙ্গিক ও ব্যাখ্যামূলক দাবি, সেটিকে বিশেষ-ভাবে প্রাধান্য দিয়ে এক নম্বরে লেখা হয়েছে। এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রশ্নমালার শুরুতে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল প্রশাসন বিধি ও ছাত্রীদের দাবি"- বাক্যটি উল্লেখিত হয়েছে। 'হল প্রশাসন বিধি' বলতে প্রকৃত অর্থে বুঝায় হলের জন্য প্রযোজ্য "বিধিবদ্ধ আইন"। এখানে আইন-কানুনের কিছুই উল্লেখ করা হয়নি।

প্রশ্নমালার ব্যাখ্যায় আর না গিয়ে এ প্রেক্ষিতে যা বলতে চাই তা হল- এ মতামত প্রশ্নমালায় সঠিক মত যাচাই হবে না। অভিভাবদের মতামত যাচাইয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে প্রশ্নপত্র তৈরি করেছেন এটা খুবই বিভ্রান্তিকর। এজন্য উচিত হবে পরিষ্কার ও নিরপেক্ষ ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য অভিভাবকদের কাছে পাঠানো।

মতামত জরিপ কমিটি গঠন গণতান্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচায়ক। কিন্তু প্রশ্ন হলো মতামত সুষ্ঠুভাবে যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নমালাটি যথাযথ হওয়া চাই। অভিভাবকদের বিভ্রান্ত করা বা ভড়কে দেয়ার মত নয়। নইলে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই সন্দেহ জাগবে।